357250 - তনিি কি ইনভস্টেমন্টে সার্টফিকিটেগুলো বাতলি করে দবিনে; এই ইনভস্টেমন্টে হারাম মর্মে ফতোয়া ইস্যু হওয়ার পর? পুরাতন মুনাফাগুলোর হুকুম কি হবে?

প্রশ্ন

আমি ইসলামী ব্যাংক থকেে লাভরে একটি অংশ পতেোম; যখোনে আমি আমার অর্থগুলো ডপিোজটি করতাম; যাতে করে সে সব সন্দহেপূর্ণ লনেদনে থকেে বরিত থাকতে পারি যগেুলোতে কছিু ভুল ঘটতে পার।ে এরপর পরবির্ততি ফতোয়া আসল যা কবেল চলতি হসিাবে অর্থ রাখাকে আবশ্যক বল।ে ১। আমার অনুকূলে যে লাভগুলোর অর্ডার পূর্বইে করা হয়ছেে সগেুলোর অবশষ্টিাংশরে হুকুম কি? আমার উপরে কি সগেুলোর মুনাফাসহ কত হতে পারে সটো হসিাব করে সটো থকেে মুক্ত হওয়ার জন্য গরীবদরেকে দয়িে দয়ো আবশ্যক; নাকি ফতোয়া পরবির্তন হওয়ার দনি থকেে হসিাব করব? ২। ইনভস্টেমন্টে সার্টফিকিটেগুলো কি করব? আমি কি নরি্দষ্টি ময়োদ শষে হওয়ার জন্য অপক্ষো করতে পারব এবং এরপর সগেুলোকে আর নবায়ন করব না? নাকি তাৎক্ষণকিভাবে সগেুলোকে বাতলি করতে হবে এবং চুক্ততিে উল্লখেতি ময়োদ পূর্ণ না হওয়ার প্রক্ষেতিে যে ক্ষতি হয় সটো বহন করতে হব?ে

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

যদি কোন ইসলামী ব্যাংক তার অর্থরে একটি অংশ বন্ডে রাখ,ে কংিবা সুদ-ভত্তিকি ট্রজোরি বলিে রাখে কংিবা organized tawarruq এ বনিয়িোগ করে তাহলে এই ব্যাংকে অর্থ বনিয়িোগ করা জায়যে হবে না। কনেনা ব্যাংক তার বনিয়িোগরে চুক্ততিে মৌলকিভাবে নজিরে পক্ষে এবং প্রতনিধিি হসিবেে বনিয়িোগকারীদরে পক্ষরে ভূমকিা পালন কর।ে এতে করে ব্যাংক যে হারাম লনেদনে করে এর পাপ তাদরে উপরও বর্তায়। হারাম মুনাফা কাউকে দয়িে দয়োর দ্বারা তারা পাপ থকেে রহোই পাবে না।

দুই:

আপনি হারাম জানার আগে সুদভত্তিকি যে লাভগুলো গ্রহণ করছেনে সটো থকেে আপনি উপকৃত হতে পারনে; চাই নজিে খরচ করার মাধ্যমে কংিবা আপনার কাছে সঞ্চতি রাখার মাধ্যম।ে দললি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী: ‘অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বক্রিয় হালাল করছেনে এবং সুদ হারাম করছেনে। অতএব, যার নকিট তার প্রভুর কাছ থকেে উপদশে আসার পর সে যদি (সুদ খাওয়া

থকেে) বরিত হয় তাহলে অতীতে যা (নওেয়া) হয়ছেে তা তারই থাকব।ে’[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা বলনে: “আর যে ব্যাপারে আমাদরে কাছে কোন সন্দহে নইে তা হলো: কোন দললিকে অসমর্থতি ব্যাখ্যা (তা’বীল)-র ভত্তিতিে কংিবা অজ্ঞতার কারণে কউে যা গ্রহণ করছে;ে নঃিসন্দহেে তার ক্ষত্রেে ‘অতীতে যা নয়িছেে সটো তার’— এটি প্রযজ্যে হব;ে যমেনটি প্রমাণ করছে কতিাব, সুন্নাহ ও কয়িাস।”[তাফসরি আয়াতনি উশকলিাত আলা কাছরিনি মনিাল উলামা (২/৫৯২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: “যদি কউে না জানে য,ে এটা হারাম; তাহলে পূর্বে সে যা কছিু গ্রহণ করছেে সটো তার। তার উপর কোন কছিু বর্তাবে না। কংিবা কউে যদি কোন আলমেরে ফতোয়া দ্বারা প্রতারতি হয় য,ে এটি হারাম নয়; সওে কোন কছিু প্রত্যাহার করবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: অতএব, যার নকিট তার প্রভুর কাছ থকেে উপদশে আসার পর সে যদি (সুদ খাওয়া থকেে) বরিত হয় তাহলে অতীতে যা (নওেয়া) হয়ছেে তা তারই থাকবে এবং তার বষিয়টি (ফয়সালার ভার) আল্লাহ্র কাছে ন্যস্ত থাকব।ে’[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৫][আল-লকিা আশ-শাহরি (১৯/৬৭) থকেে সমাপ্ত]

তনিি আরও বলনে: “আয়াতটরি শক্ষিার মধ্যে রয়ছেে: সুদ যে হারাম তা জানার পূর্বে কোন ব্যক্তি যা গ্রহণ করছেে সটো তার জন্য হালাল। তবে শর্ত হলো: তাওবা করা এবং (সুদ) পরহিার করা।”[তাফসরি সূরাতুল বাক্বারা (৩/৩৭৭) থকেে সমাপ্ত]

তনি:

এই ব্যাংকে বনিয়িোগ বর্জন করা আবশ্যক; চাই সটো ইনভস্টেমন্টে একাউন্টে হোক কংিবা নর্দিষ্টি ময়োদী সনদে বনিয়িোগ হোক। এমনকি তা করতে গয়িে যদি তার কছিু সম্পদরে লোকসান হয় তবুও— সুদি লনেদনে থকেে পলায়নার্থে এবং আল্লাহ্ তাআলার এই বাণী বাস্তবায়নার্থ:ে “হে মুমনিগণ! তোমেরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং (তোমাদরে কাছ)ে যে বকয়ো সুদ আছে তা ছড়েে দাও; যদি তোমেরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলরে পক্ষ থকেে যুদ্ধরে ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তোমেরা তাওবা কর তাহলে তোমাদরে মূলধন তোমাদরে থাকব।ে (এ ব্যাপার)ে তোমেরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদরে উপরও জুলুম করা হবে না।’[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৮, ২৭৯]

এবং জাবরি (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য,ে তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদরে লখেক ও সাক্ষীদ্বয়কে লানত করছেনে এবং বলছেনে: তারা সবাই সমান।[সহহি মুসলমি (১৫৯৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।